সমকাল

তারিখ 01 FEB 2015
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

বরিশালে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা

কেন্দ্র ফির অজুহাতে অনিয়ম

■ সুমন চৌধুরী, *বরিশাল*

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার প্রবেশপত্র এবং কেন্দ্র ফি বাবদ পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৩ কোটি টাকারও বেশি বাড়তি নিচ্ছে শিক্ষাবোর্ডের অধীন বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলো বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রবেশপত্র গ্রহণের সময় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত নিচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ।

শহরের নামিদামি স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে এ ধরনের বাড়তি টাকা আদায়ের অভিযোগ তেমন পাওয়া না গেলেও গ্রামগঞ্জের স্কুলগুলোতে প্রবেশপত্র জিম্মি করে টাকা আদায় করা হচ্ছে কেন্দ্র ফির নামে। অভিযুক্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা প্রধানরা অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, কেন্দ্র খরচবাবদ পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ওই টাকা আদায় করা হচ্ছে। পরীক্ষা চলাকালে সরকারি দপ্তর ও শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধি দল কেন্দ্র পরিদর্শনে গেলে তাদের আপ্যায়নের জন্য ওই টাকা ব্যয় করা হবে।

গৌরনদী উপজেলার বাথী স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থী আরিফ মোল্লার বাবা ফারুক মোল্লা অভিযোগ করেন, তার ছেলে প্রবেশপত্র আনতে গেলে স্কুলশিক্ষক ৪০০ টাকা দাবি করেন। তাৎক্ষণিক টাকা দিতে না পারায় তাকে প্রবেশপত্র দেওয়া হয়নি। পরে ৪০০ টাকা পরিশোধ করে প্রবেশপত্র আনতে হয়েছে। আরিফ মোল্লার মতো অবস্থা বরিশাল বোর্ডের প্রায় সব এসএসসি পরীক্ষার্থীর। পরীক্ষার্থীরা প্রবেশপত্র সংগ্রহের জন্য গেলে তাদের কাছ থেকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বনিম্ন ৩০০ থেকে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করছে।

সোমবার থেকে শুরু হওয়া এসএসসি পরীক্ষায় বরিশাল বোর্ডের অধীন ৬ জেলার ১ হাজার ৩২৪টি বিদ্যালয় থেকে এবার ৭০ হাজার ৮০৬ জন পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে গড়ে ৪০০ টাকা করে নেওয়া হলে ২ কোটি ৮৩ লাখ ২২ হাজার ৪০০ টাকা অবৈধভাবে আদায় হবে। একই হারে টাকা নেওয়া হচ্ছে মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকেও। বিভাগে মাদ্রাসার সংখ্যা জানা যায়নি। ফলে আদায় করা মোট টাকার পরিমাণও জানা যায়নি।

ঝালকাঠি জেলার আমুয়া চালিতাবুনিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একেএম ফজলুল হক বলেন, তার বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র দেওয়ার সময় কেন্দ্র ফি বাবদ ৩০০ টাকা করে আদায় করেছেন। কিছু বিদ্যালয়ে এর চেয়ে বেশি নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি শুনেছেন। চালিতাবুনিয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ মোট ১২টি বিদ্যালয়ের ৪৩২ জন পরীক্ষার্থীর কেন্দ্র হচ্ছে আমুয়া বন্দরের আমির মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্র সচিব কায়ছার আলী মিয়ার কাছে পরীক্ষার্থী প্রতি ৩০০ টাকা করে জমা দিতে হচ্ছে। সে হিসাবে কেন্দ্র সচিবের কাছে জমা হবে ১ লাখ ২৯ হাজার ৬০০ টাকা। চালিতাবুনিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একেএম ফজলুল হক দাবি করেন, পুরো টাকা পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রে আপ্যায়নসহ বিভিন্ন খাতে ব্যয় হবে।

বরিশাল বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর মু. জিয়াউল হক জানান, কেন্দ্র খরচ বোর্ড কর্তৃপক্ষ বহন করে। পরিদর্শনে যাওয়া কর্মকর্তাদের কেন্দ্রগুলোতে কোনো ধরনের আপ্যায়িত হওয়ার সুযোগ নেই। কেন্দ্র ফি বাবদ পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে– সুনির্দিষ্ট এমন অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালি

চামেলীর জীবন থেকে ঝরে পড়ল এক বছর!

■ নাটোর প্রতিনিধি

নলডাঙ্গার শিক্ষার্থী চামেলী ইয়াসমিনের জীবন থেকে এক বছর ঝরে পড়ল। ফরম পূরণ করেও রেজিস্ট্রেশন এবং প্রবেশ পত্র না পাওয়ায় চলতি দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না চামেলী। উপরন্তু তাকে অন্যের প্রবেশ পত্র হাতে ধরিয়ে দিয়ে কাউকে না বলার জন্য হুমকি দেওয়া হয়। বিষয়টি জানাজানির পর ইউএনও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে তলব করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া চামেলী যাতে চলতি দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে সে বিষয়েও জেলা প্রশাসককে অবগত করে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে।

উপজেলার বনগ্রামের আলাউদ্দিন সরদারের মেয়ে চামেলী ইয়াসমিন নলডাঙ্গা সূর্যবাড়ি-বনগ্রাম দাখিল মাদ্রাসার ছাত্রী হিসেবে দু'বছর আগে নবম শ্রেণীতে তার রেজিস্ট্রেশন করায়; কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানের নামে রেজিস্ট্রেশন না হয়ে মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার কোটভাগ দাখিল মাদ্রাসার তালিকায় চামেলীর নাম রেজিস্ট্রেশনভুক্ত হয়। চলতি দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না সে। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানার পরও দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য চামেলী ইয়াসমিনের কাছ থেকে ১৫শ' টাকা আদায় করে। চামেলী গত বৃহস্পতিবার প্রবেশ পত্র আনতে মাদ্রাসায় গেলে বিষয়টি জানতে পারে। তার নামে কোনো রেজিস্ট্রেশন না হওয়ায় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ চামেলীকে প্রবেশ পত্র দিতে অপারগতা জানায়। অভিভাবকরা বিষয়টি ইউএনও ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে জানালে তারা মাদ্রাসা সুপারকে দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেন।

মাদ্রাসা সুপার হাফিজুর রহমান জানান, তিনি বিষয়টি জানার পর সংশোধনের জন্য চেষ্টা করেছেন। আগামী বছর ভুল সংশোধন করা সম্ভব হবে। তিনি তার কর্তব্যে অবহেলা করেননি। বোর্ডের ভুলেই এটি হয়েছে বলে তিনি জানান।